১

দৃশ্যমান ও প্রকৃত সত্তা

যুক্তিবদ্ধ কোন মানুষ সংশয় প্রকাশ করতে পারে না, এমন কোন সুনিশ্চিত জ্ঞান কি পৃথিবীতে বর্তমান আছে? আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নটি খুবই সহজবোধ্য মনে হলেও অনেক অতীব কঠিন প্রশ্নের মধ্যে এটি একটি। আমরা যখন সহজসরল ও সুনিশ্চিত উত্তরের সামনে প্রতিবন্ধকতা অনুভব করি, বলা যেতে পারে তখনই আমরা দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে প্রবেশ করি। দর্শনশাস্ত্র এই ধরনের মূল প্রশ্নসমূহের উত্তর দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু উদাসীন বা অযৌক্তিকভাবে নয়—আমরা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় যেভাবে দিয়ে থাকি, এমনকি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। দর্শন কিন্তু বিচার-বিবেচনাপূর্বক উত্তর দেবার চেষ্টা করে যে-যে বিষয় এই প্রশ্নগুলিকে গোলমেলে করে তুলেছে তাদের খুঁজে বের করার পর এবং আমাদের ধারণাসমূহের মধ্যে ভ্রান্তিমূলক ও দোদুল্যমান যে-সব বিষয় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান তাদের অনুধাবন করার পর।

প্রাত্যহিক জীবনযাপনে আমরা সুনিশ্চিত বলে অনেক কিছু গ্রহণ করে থাকি, কিন্তু ভালভাবে পর্যালোচনা করার পর দেখা যায় সেগুলি পরস্পর আপাত-বিরোধিতায় পূর্ণ। শুধুমাত্র গভীর চিন্তাভাবনাই আমাদের জানতে সাহায্য করে বিষয়টির প্রকৃত সত্তা, যা আমরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারি। স্বাভাবিকভাবে আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাসমূহ দিয়েই নিশ্চিতত্ত্বের খোঁজ শুরু করা উচিত, কোন কোন ক্ষেত্রে এদের থেকে কিছু জ্ঞানও অর্জন করা যেতে পারে। বিষয়টি কী—এ সম্বন্ধে আমাদের তাৎক্ষণিক লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোন বক্তব্য কিন্তু ভুল হবার দিকে যেতে পারে। এটা আমার মনে হতেই পারে যে আমি এখন একটি চেয়ারে বসে আছি কোন একটি বিশেষ আকারের টেবিলের সামনে, যার ওপরে ছাপা অথবা হাতে-

Scanned with CamScanner

লেখা কিছু কাগজপত্র দেখতে পাচ্ছি। পিছনে তাকালে জানালা দিয়ে বাড়িঘর, 'মেঘ ও সূর্য দেখতে পাচ্ছি। আমার বিশ্বাস সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় তিরানব্বই মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থিত একটি জ্বলন্ত গোলাকার অগ্নিপিণ্ড যা পৃথিবীর থেকে অনেকগুণ বড়, পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে সূর্য প্রতিদিন সকালে ওঠে এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল ধরে উঠবে। কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি আমার ঘরে এলে এই একই চেয়ার, টেবিল, বই এবং কাগজপত্র দেখবে যেমন আমি দেখছি এবং যে-টেবিলটা আমি আমার দৃষ্টি-ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখছি এবং হাত ছুঁইয়ে স্পর্শ-ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করছি তা একই জিনিস। এইসব বিষয়গুলি এতই প্রমাণ-নিরপেক্ষ যা বলারই অপেক্ষা রাখে না—শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে যিনি আমার কোন কিছু জানার বিষয়েই সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। তবুও এই সমস্ত কিছুকে সঙ্গতভাবেই সন্দেহ করা যেতে পারে এবং সমস্ত বিষয়গুলিই সম্যক গুরুত্ব সহকারে আলোচনার অপেক্ষা রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিশ্চিত হচ্ছি যে আমরা বিষয়গুলিকে যেভাবে প্রকাশ করতে চাইছি তা সম্পূর্ণ সত্য।

এই অসুবিধাগুলি সহজ ভাষায় প্রকাশ করার জন্য, আসুন আমরা টেবিলেই মনঃসংযোগ করি। দৃষ্টি-ইন্দ্রিয়ে এটি আয়তাকার, বাদামী রঙের এবং উজ্জ্বল বর্ণের, স্পর্শেন্দ্রিয়ে এটি মসৃণ, শীতল ও কঠিন। টোকা দিলে কাঠের আওয়াজ পাই আমি। কোন ব্যক্তি, যে টেবিলটি দেখছে, অনুভব করছে এবং শব্দ শুনছে, সে-ও এই বর্ণনার সাথে একমত হবে। সুতরাং এর থেকে মনে হতে পারে এই বর্ণনায় কোনরূপ মতবিরোধ হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যেইমাত্র আমরা একটু নিখুঁত বর্ণনা দেবার চেষ্টা করতে যাব, তখনই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হবে। সম্পূর্ণ টেবিলটা 'প্রকৃতই' একই রঙের বলে যদিও আমি বিশ্বাস করি, তবুও যে-অংশটায় আলো পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে সেটা অন্য অংশের চেয়ে উজ্জ্বলতর এবং কিছু অংশ আলোর প্রতিফলনের কারণে বেশ সাদাই লাগছে। আমি যদি স্থান পরিবর্তন করি তাহলে আলোর প্রতিফলিত অংশটিও সরে যাব এবং টেবিলের রঙের আপাত-সৃষ্ট সমতা পরিবর্তিত হবে। এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি যদি একই মুহূর্তে টেবিলের দিকে তাকায় তবে তাদের কেউই টেবিলের রঙের তারতম্য একই রকম দেখবে না, কেননা তারা কেউই একই দৃষ্টিকোণ থেকে

Scanned with CamScanner

টেবিলটা দেখছে না—দৃষ্টিকোণের যে-কোন পরিবর্তন প্রতিফলিত আলোর অংশের তারতম্য ঘটায়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বেশীর ভাগ জায়গায় এইসব পার্থক্যগুলো অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু চিত্রকরদের কাছে বিষয়টা অতীব প্রয়োজনীয়। একটা জিনিসের যে-রঙ থাকা উচিত বলে মনে হয়, যাকে সাধারণ মানুষ সেই জিনিসের রঙ বল মনে করে, একজন চিত্রকরকে সেইভাবে দেখার অভ্যাস ভুলতে হয় এবং জিনিসটা দৃশ্যত বা বাস্তবে কিভাবে প্রতিভাত হচ্ছে তা দেখা রপ্ত করতে হয়। ইতিমধ্যেই আমরা এখানে সেই পার্থক্যগুলোর একটার শুরুতে চলে গিয়েছি যা দর্শনে গভীরতম বিরোধ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়—'দৃশ্যমান' এবং 'প্রকৃত সত্তা'-র পার্থক্য—বিষয়টি যা দেখায় (মনে হয়) এবং প্রকৃতই সে যা। চিত্রকর জানতে চায় বিষয়টি দৃশ্যত কেমন দেখাচ্ছে, একজন বাস্তববোধযুক্ত মানুষ এবং দার্শনিক জানতে চাইবে বস্তুত জিনিসটা কী। যেহেতু দার্শনিকের জানার ইচ্ছে বাস্তববোধযুক্ত মানুষটির চেয়ে বেশি, সে কারণে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রের মতো জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়াও অনেক বেশি দুরূহ।

Scanned with CamScanner